Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা জান্নাত

রোলঃ 228021228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাতেমা জান্নাত

রোলঃ 228021228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাতেমা জান্নাত, আইডিঃ 228021228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

FATEMA JANNAT.

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ফাতেমা জান্নাত

আইডিঃ 228021228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

- ভূমিকা:....................1
- কুরআন ও বিজ্ঞানঃ....................1
- বিশ্বের সৃষ্টি ও বিগ ব্যাং তত্ত্ব:....................3
- ভ্রুণবিজ্ঞাণ ও মানবসৃষ্টির বিকাশ:....................5
- সমুদ্রবিজ্ঞান ও সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ-....................7
- পদার্থবিজ্ঞান :....................9
- উদ্ভিদ বিজ্ঞান....................11
- প্রাণী বিজ্ঞান :....................13
- মাকড়সা:-....................15
- চিকিৎসা বিজ্ঞান :....................16
- সাধারণ বিজ্ঞান :....................17
- কুরআন নিয়ে চিন্তা ও ফিকির:....................18
- উপসংহার:....................19

■ ভূমিকা:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

অর্থ-এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য।

[সূরা আল বাক্বারাহ- ২]

বর্তমান যুগ চরম উৎকর্ষের যুগ।বিজ্ঞান ছাড়া মানুষ এখন কিছুই ভাবতে পারেনা।সভ্যতা এখন পুরোপুরি বিজ্ঞান নির্ভর হওয়ায় কোন কিছু গ্রহণ করার পূর্বে যাচাই করা হয় জিনিসটা বিজ্ঞানসম্মত কি না।বলা হয়,**"**বিজ্ঞানে বিশ্বাসী মানুষেরাই প্রগতিশীল এবং আধুনিক।**"**

তাই বলাই বাহুল্য এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে ইসলাম এমন একটি ধর্মের নাম যার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পৃক্ততা রয়েছে। অথাৎ বিজ্ঞান যা কিছু আবিষ্কার করে ওইসব আবিষ্কার ইসলামে আগে থেকেই সংযুক্ত রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

■ কুরআন ও বিজ্ঞানঃ

_কুরআন পাঠ করা মাত্র যে কেউ বুঝতে পারবে আল্লাহতা'য়ালা বিজ্ঞান চর্চা করার জন্য মানুষকে বারবার অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বলেছেন,সমগ্র বিশ্ব জুড়ে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।আর এ নিদর্শন গুলো নিয়ে যখন কেউ গভীর মনোনিবেশ করবে তখন সে অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পেয়ে যাবে।কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾

অর্থ -এ সকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্যে দেই; কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বোঝে।
সুরা আনকাবুত-৪৩

কুরআনের আরবি ৫৫ টি নামের মধ্যে একটি নাম হলো "হিকমত "।আরবি হিকমত শব্দের অর্থ হলো বিজ্ঞান। মহাগ্রন্থ আল কুরআন অনন্ত বিস্ময়ে সমৃদ্ধ একটি বিজ্ঞানময় গ্রন্থ।আল কুরআন এমন এক বিজ্ঞানময় গ্রন্থ যা কোন কালে পরিবর্তনযোগ্য নয়।কারণ জ্ঞানে বিজ্ঞানে পূর্ণ এ গ্রন্থ যিনি অবতীর্ণ করেছেন তিনি সময় ও কালের উর্ধ্বে সর্বজ্ঞানী মহান আল্লাহ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾

অর্থ-এতে মিথ্যার প্রভাব নেই, সামনের দিক থেকেও নেই এবং পেছন দিক থেকেও নেই। এটা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

~সুরা হা-মীম আস-সাজদা-৪২

এ যাবতকাল বিজ্ঞানের যত শাখা-প্রশাখা সম্প্রসারিত হয়েছে তার সামঞ্জস্যতা আল কুরআনে দৃশ্যমান।সমগ্র বিজ্ঞান এবং আল কুরআন অধ্যয়ন করলে এ সত্যি উপলব্ধি করা যায়।যারা কুরআন অধ্যয়ন করবে ও গবেষণা করবে,অনুসরণ করবে তারা জ্ঞানের অসংখ্য উপকরণ আবিষ্কার করতে পারবে যা কোন বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধ অর্থে কিংবা নির্দিষ্ট একটি সূত্র দিয়ে বেঁধে দেওয়ার মতো না।কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

অর্থ- পৃথিবীতে যত বৃক্ষ আছে, সবই যদি কলম হয় এবং সমুদ্রের সাথেও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও তাঁর বাক্যাবলী লিখে শেষ করা যাবে না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[সূরা লুকমান: 27]

ইউরোপীয় অমুসলিম বিজ্ঞানীরা সমস্ত বিজ্ঞানকে উৎকর্ষতায় উপণীত করার গর্ববোধ করে থাকেন।কিন্তু এ যাবত আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ এবং আল কুরআন পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করলে এ সত্য প্রতীয়মান হয় যে,১৪০০ বছর পূর্বে অবতীর্ণ আল- কুরআন থেকে বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত গুলো সংগ্রহ করে সফল হয়েছেন তারা।অত:পর সফলকাম তত্ত্ব গুলোর সাথে নিজেদের নাম জুড়ে দিয়ে তা প্রকাশ করতেন।

ইউরোপীয় জ্ঞানীদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ছিলেন তারা বুঝতে পারলেন যে আরবি গ্রন্থাবলি শুধুই যে গুরুত্বপূর্ণ তা নয় বরং তা অপরিহার্য ও বটে।কারণ, এসবের মধ্যেই লুকায়িত ছিলো জ্ঞানের প্রচুর সম্পদ।

■ বিশ্বের সৃষ্টি ও বিগ ব্যাং তত্ত্ব:

কুরআনে বিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যা আধুনিক বিগ ব্যাং তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আজকের এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে যদি কোনো বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে প্রশ্ন করা হয় এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে কিভাবে? তাহলে সবাই একটি কথাই বলবে আর তা হলো স্টিফেন হকিং এর বিগব্যাং থিওরির কথা।বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী আজ থেকে

বহু অতীতে এই মহাবিশ্বের সব কিছু একত্রিত অবস্থায় ছিল,তারপর একটি বিস্ফোরণ ঘটে, আর এই বিস্ফোরণের ফলেই সব কিছু আলাদা হয়ে যায়, আর এইভাবেই উৎপত্তি ঘটে মহাবিশ্বের।এই বিস্ফোরণকেই বলা হয় বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ।

পবিত্র কুরআন এই কথা আমাদের জানিয়েছে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই আলহামদুলিল্লাহ। এই একই কথা বলা আছে পবিত্র কোরআন এ আল্লাহ বলছেন,

اَوَلَمۡ يَرَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡۤا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضَ كَانَتَا رَتۡقًا فَفَتَقۡنٰهُمَا‌ؕ وَجَعَلۡنَا مِنَ الۡمَآءِ كُلَّ شَىۡءٍ حَىٍّ‌ؕ اَفَلَا يُؤۡمِنُوۡنَ

অর্থঃ যারা কুফরী করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও যমীন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল*, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম, আর আমি সকল প্রাণবান জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম। তবুও কি তারা ঈমান আনবে না?

~সুরা আম্বিয়া -৩০

এই আয়াতের প্রথম ভাগে মহাবিশ্বের সৃস্টিতত্ত্ব বিগব্যাং নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর পরের অংশে আল্লাহ বলেছেন তিনি সকল প্রাণী পানি থেকে সৃস্টি করেছেন।আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের বলে সকল প্রাণী পানি থেকে সৃস্টি, কারণ জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত, আর কোষের মূল ভৌতভিত্তি প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৯০ ভাগ হলো পানি।

এ ছাড়াও পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে,

ثُمَّ اسۡتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ وَہِیَ دُخَانٌ فَقَالَ لَہَا وَلِلۡاَرۡضِ ائۡتِیَا طَوۡعًا اَوۡ کَرۡہًا ؕ قَالَتَاۤ اَتَیۡنَا طَآئِعِیۡنَ

অর্থ-তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া। তারপর তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন, 'তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আস'। তারা উভয়ে বলল, 'আমরা অনুগত হয়ে আসলাম'।

~সুরা হামিম সাজদাহ-১১

এখানে আয়াতের আরবি 'দুখান' শব্দের অর্থ হলো ধোঁয়া বা বায়বীয়। বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিফেন উইলিয়াম হকিং বলেছেন, 'বিশ্বজগৎ তৈরির আগে মহাবিশ্বের বিভিন্ন উপাদান ছিল বায়বীয় অবস্থায়। আর মহাশূন্যের যে বিভিন্ন পদার্থের উপাদান, যা আবিষ্কার করা গেছে সেটাই হলো গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।' আর এগুলোর ওপর ভিত্তি করে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, বিগ ব্যাং থিওরির সত্যতা আর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হওয়ার রহস্য।

■ ভ্রুণবিজ্ঞাণ ও মানবসৃষ্টির বিকাশ:

কুরআনে মানব ভ্রূণের বিকাশের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে, যা আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কুরআন ও হাদিসে ভ্রুনতত্ত্বের বিষয়গুলোকে একত্রিত করে ইংরেজিতে অনুবাদের পর কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্রুনতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বর্তমান যুগে ভ্রুনতত্ত্বে সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড: কেইথ মুরকে সেগুলোর ব্যাপারে মন্তব্য করতে বলা হয়।ড: মুর ভালোভাবে সেগুলোর অধ্যয়ন করে বলেন,"কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসে ভ্রুণতত্ত্ব সম্পর্কে যা এসেছে

ভ্রূণবিদ্যার ক্ষেত্রে আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে তার পূর্ণ মিল রয়েছে।কোথাও কোন বৈসাদৃশ্য নেই।ড:মুর কুরআনের কোন আয়াত নিয়ে মন্তব্য করেন নি।কারণ তিনি এসব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন।তাই আধুনিক ভ্রূণবিদ্যায় সেগুলোর কোন উল্লেখ দেখা যায়না।

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِىۡ خَلَقَۚ. ١خَلَقَ الۡاِنۡسَانَ مِنۡ عَلَقٍۚ ٢

অনুবাদ:-পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন,সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে।

~সুরা আলাক্ব-১,২

এই আয়াতে আলাক্ব শব্দের অর্থ **"জমাট রক্ত"**।এর আরেকটি অর্থ হলো দৃঢ় ভাবে আঁটকে থাকে। যেমন, জোক কামড় দিয়ে আঁটকে থাকে।

ড: মুর জানতেন না ভ্রূন কি জোকের মত দেখায় কি না।তাই এটা যাচাই করার জন্য তিনি শক্তিশালী মাইক্রোসফটের সাহায্যে ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থা পরিক্ষা করেন।এবং তিনি বলেন যে, ভ্রূনের প্রাথমিক অবস্থা দেখতে জোকের আকৃতির মতো।তিনি এ দুটোর মধ্যে অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখে অভিভূত হয়ে যান।একই ভাবে তিনি কুরআন থেকে ভ্রূনতত্ত্ব সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান অর্জন করেন যা তার আগে জানা ছিলো না।

তিনি ১৯৮১ সালের সৌদি আরবের দাম্মামে একটি চিকিৎসা সম্মেলনে বলেন,**"**কুরআনে মানুষের বিকাশ সম্পর্কিত বর্ননার ব্যাখ্যা করতে পেরে

আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটি আমার কাছে পরিস্কার যে মুহাম্মাদ সা: আ: এর কাছে এ সকল বর্ণনা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে।কেননা পরবর্তী বহু শতাব্দী পরেও এর অধিকাংশ জ্ঞান আবিস্কৃত হয়নি।তাই আমি বিশ্বাস করি মুহাম্মদ সা: আ: অবশ্যই আল্লাহর নবী।

■ সমুদ্রবিজ্ঞান ও সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ-

কুরআন এমন একটি ঐশী গ্রন্থ যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের দিকনির্দেশনা দেয়। এর মধ্যে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যা সমুদ্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত বিস্ময়কর তথ্য তুলে ধরেছ। এগুলো বিশেষভাবে চমকপ্রদ, কারণ কুরআন নাজিল হয়েছিল ১৪০০ বছর আগে, যখন আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এতটা উন্নত ছিল না। নিচে কুরআনের আলোকে সমুদ্রবিজ্ঞানের কিছু চমক তুলে ধরা হলো:

■ দুটি পানির প্রবাহ মিশে না যাওয়া প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ

অর্থ-“তিনি দুই সাগর প্রবাহিত করেছেন, তারা পরস্পরে মিলিত হয়। কিন্তু তাদের মধ্যে একটি অদৃশ্য প্রাচীর রয়েছে, তারা পরস্পরকে অতিক্রম করে না।”

~সূরা আর-রহমান: ১৯-২০

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে দুটি সমুদ্র যখন একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন তাদের পানির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য যেমন লবণাক্ততা এবং

ঘনত্ব আলাদা থাকে। এজন্য তারা একে অপরের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে না। আধুনিক সমুদ্রবিজ্ঞান এ সত্য আবিষ্কার করেছে, যা কুরআন বহু আগেই বলে দিয়েছে।

■ আলোহীন গভীর সমুদ্র ও তরঙ্গমালা প্রসঙ্গে কুরআনে আল্লাহ বলেছে,

اَوۡ كَظُلُمٰتٍ فِیۡ بَحۡرٍ لُّجِّیٍّ یَّغۡشٰهُ مَوۡجٌ مِّنۡ فَوۡقِهٖ مَوۡجٌ مِّنۡ فَوۡقِهٖ سَحَابٌ ؕ ظُلُمٰتٌۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ ؕ اِذَاۤ اَخۡرَجَ یَدَهٗ لَمۡ یَكَدۡ یَرٰىهَا ؕ وَ مَنۡ لَّمۡ یَجۡعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوۡرًا فَمَا لَهٗ مِنۡ نُّوۡرٍ

অর্থ-"অথবা (তাদের অবস্থা) গভীর সাগরের অন্ধকারের মতো, যাকে ঢেকে দিয়েছে তরঙ্গের পর তরঙ্গ এবং তার ওপরে রয়েছে মেঘ। গভীঅর অন্ধকার, যার মধ্যে কেউ হাত বের করলে তা দেখতে পাবে না। আল্লাহ যার জন্য আলো সৃষ্টি করেননি, তার জন্য আলো নেই।"
~সূরা আন-নূর: ৪০

সমুদ্রের গভীরতায় আলো প্রবেশ করতে পারে না, এবং সেখানে অন্ধকার থাকে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে ২০০ মিটারের নিচে সমুদ্রের গভীরতা সম্পূর্ণ অন্ধকার। এছাড়া, সমুদ্রের তলদেশে অভ্যন্তরীণ তরঙ্গ রয়েছে, যা কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

■ সমুদ্রের বিস্তৃতি ও পানির সঞ্চালন প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

اَلَمۡ نَجۡعَلِ الۡاَرۡضَ مِهٰدًا ۙ ٦وَّالۡجِبَالَ اَوۡتَادًا ۙ ٧

অর্থ-"আমি কি পৃথিবীকে একটি বিশ্রামের জায়গা বানাইনি এবং পাহাড়গুলোকে খুঁটি বানাইনি?"
~সূরা আন-নাবা: ৬-৭

পাহাড় যেমন ভূমির ভারসাম্য রক্ষা করে, সমুদ্রও পৃথিবীর পরিবেশ রক্ষায় বড় ভূমিকা পালন করে। সমুদ্রবিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে সমুদ্রের স্রোত পৃথিবীর উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে, যা কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহর নিদর্শন।

(সূত্র-শিক্ষক বার্তা)

■ পদার্থবিজ্ঞান :

প্রাচীনকালে 'পরমাণুবাদের তত্ত্ব' নামে একটি সুপরিচিত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। এই তত্ত্বটি মূলত গ্রীকদের দ্বারা প্রস্তাবিত হয়েছিল।গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস নামে একজন ব্যক্তি, যিনি প্রায় তেইশ-শতাব্দী আগে বসবাস করেছিলেন। ডেমোক্রিটাস এবং তার পরে আসা লোকেরা ধরে নিয়েছিল যে, কোন পদার্থের ক্ষুদ্রতম একক হল পরমাণু। আরবরাও একই কথা বিশ্বাস করত। আরবি শব্দ "দাররাহ" আক্ষরিক অর্থে বোঝায় একটি পরমাণুকে।

সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক বিজ্ঞান উন্নত হওয়ায় আবিষ্কার করেছে যে একটি পরমাণুকেও বিভক্ত করা সম্ভব। পরমাণুকে যে আরও বিভক্ত করা যেতে পারে তা বিংশ শতাব্দীর একটি বিকাশ। চৌদ্দ শতাব্দী আগে এই ধারণাটি একজন আরবের কাছেও অস্বাভাবিক মনে হতো। তাদের জন্য ধরা ছিল এমন এক সীমা যার বাইরে কেউ যেতে পারে না। তবে নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াতটি এই সীমাকে স্বীকার করতে অস্বীকার করে।আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَ قَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَاۡتِيۡنَا السَّاعَةُ ؕ قُلۡ بَلٰى وَ رَبِّىۡ لَتَاۡتِيَنَّكُمۡ ۙ عٰلِمِ الۡغَيۡبِ ۚ لَا يَعۡزُبُ
عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِى الۡاَرۡضِ وَ لَاۤ اَصۡغَرُ مِنۡ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكۡبَرُ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ
مُّبِيۡنٍ ﴿۳﴾ۙ

অর্থ-কাফিরগণ বলে ক্বিয়ামত আমাদের নিকট আসবে না। বল, না, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের নিকট তা অবশ্য অবশ্যই আসবে। তিনি যাবতীয় অদৃশ্যের জ্ঞানী। তাঁর থেকে লুক্কায়িত নেই আকাশ ও পৃথিবীতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকণা, না তার থেকে ছোট আর না তার থেকে বড় (কোনটাই নেই লুক্কায়িত)। সবই আছে (লাওহে মাহফুয নামক) এক সুস্পষ্ট কিতাবে।

~সুরা সাবা- ৩

এই আয়াতটি শুধুমাত্র আল্লাহর সর্বজ্ঞতা, গোপন বা প্রকাশ্য সমস্ত বিষয়ে তাঁর জ্ঞানকে নির্দেশ করে না, বরং ইসলামের সত্যতা মানুষের কাছে তুলে ধরে। এটি তারপর আরও এগিয়ে যায় এবং বলে যে আল্লাহ পরমাণুর চেয়ে ছোট বা বড়সহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত। এইভাবে আয়াতটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে পরমাণুর চেয়েও ছোট কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, যা আধুনিক বিজ্ঞান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে।

এছাড়াও কুরআনে আরও একটি আয়াতে এটি উল্লেখ রয়েছে:

وَقَالَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا لَا تَاۡتِيۡنَا السَّاعَةُ ؕ قُلۡ بَلٰى وَرَبِّىۡ لَتَاۡتِيَنَّكُمۡ ۙ عٰلِمِ الۡغَيۡبِ ۚ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ
ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الۡاَرۡضِ وَلَاۤ اَصۡغَرُ مِنۡ ذٰلِكَ وَلَاۤ اَكۡبَرُ اِلَّا فِىۡ كِتٰبٍ مُّبِيۡنٍ ۙ

অর্থঃযারা কুফর অবলম্বন করেছে, তারা বলে, আমাদের উপর কিয়ামত আসবে না। বলে দাও, কেন আসবে না? আমার আলিমুল গায়েব প্রতিপালকের কসম! তোমাদের উপর তা অবশ্যই আসবে। অণু পরিমাণ কোন জিনিসও তার দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারে না [২] না আকাশমণ্ডলীতে এবং না পৃথিবীতে। আর না তার চেয়ে ছোট কোন বস্তু

আর না বড় কিছু। সবই এক সুস্পষ্ট কিতাবে (অর্থাৎ লাওহে মাহফুজে) লিপিবদ্ধ আছে।

~সুরা সাবা-৩

এছাড়াও কুরআনে আরও একটি আয়াতে এটি উল্লেখ রয়েছে:

وَ مَا تَكُوۡنُ فِیۡ شَاۡنٍ وَّ مَا تَتۡلُوۡا مِنۡهُ مِنۡ قُرۡاٰنٍ وَّ لَا تَعۡمَلُوۡنَ مِنۡ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَیۡكُمۡ شُهُوۡدًا اِذۡ تُفِیۡضُوۡنَ فِیۡهِ ؕ وَ مَا یَعۡزُبُ عَنۡ رَّبِّكَ مِنۡ مِّثۡقَالِ ذَرَّةٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ وَ لَاۤ اَصۡغَرَ مِنۡ ذٰلِكَ وَ لَاۤ اَكۡبَرَ اِلَّا فِیۡ كِتٰبٍ مُّبِیۡنٍ ﴿۶۱﴾

অর্থ-তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, আর তুমি কুরআন থেকে যা কিছুই তিলাওয়াত কর না কেন, আর যে ‘আমালই তোমরা কর না কেন, আমি তোমাদের উপর রয়েছি প্রত্যক্ষদর্শী, যখন তোমরা তাতে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ কর। এমন অণু পরিমাণ বা তাত্থেকে ছোট বা তাত্থেকে বড় বস্তু না আছে পৃথিবীতে, আর না আছে আসমানে যা তোমার প্রতিপালকের দৃষ্টির আড়ালে আছে। তা (লেখা) আছে এক সুস্পষ্ট কিতাবে।

~সুরা ইউনুস -৬১

▪ উদ্ভিদ বিজ্ঞান

:আগে মানুষ জানত না যে উদ্ভিদের মধ্যেও পুরুষ এবং মহিলা লিঙ্গ পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞান উন্নত হওয়ার পর, উদ্ভিদবিদ্যা বলে যে প্রতিটি উদ্ভিদের একটি পুরুষ এবং মহিলা লিঙ্গ রয়েছে। এমনকি যে উদ্ভিদগুলি একলিঙ্গ বিশিষ্ট তাদের পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই স্বতন্ত্র উপাদান রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে বলেন,

الَّذِیۡ جَعَلَ لَكُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا وَّ سَلَكَ لَكُمۡ فِیۡهَا سُبُلًا وَّ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخۡرَجۡنَا بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡ نَّبَاتٍ شَتّٰی.

অর্থ-যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন’; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি।

~সুরা ত্বহা-২০

কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِیۡ مَدَّ الۡاَرۡضَ وَ جَعَلَ فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡهٰرًا ؕ وَ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِیۡهَا زَوۡجَیۡنِ اثۡنَیۡنِ یُغۡشِی الَّیۡلَ النَّهَارَ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ

অর্থ-আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয় যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।

~ আর রাদ-৩

ফল হল উচ্চতর উদ্ভিদের প্রজননের সর্বশেষ পণ্য। ফলের পূর্ববর্তী পর্যায়টি হল ফুল। যার পুরুষ এবং মহিলা অঙ্গ (পুংকেশর এবং ডিম্বাণু) রয়েছে। ফুলে পরাগ বাহিত হয়ে গেলে তা ফলে পরিণত হয়।পালাক্রমে পরিপক্ক হয় এবং বীজ মুক্ত করে। সুতরাং সকল ফলই পুরুষ ও স্ত্রী অঙ্গের অস্তিত্ব সূচিত করে।এ সত্য কুরআনে উল্লেখ করা রয়েছে প্রায় ১৪০০ বছর আগে আলহামদুলিল্লাহ।

কিছু প্রজাতিতে, ফল অ-নিষিক্ত ফুল (প্যারথোকার্পিক ফল), যেমন – কলা, নির্দিষ্ট ধরণের আনারস, ডুমুর, কমলা, লতা ইত্যাদি থেকে আসতে পারে। তাদের নির্দিষ্ট পরিচয়বাহী লিঙ্গ রয়েছে।

- **সব কিছুই সৃষ্টি হয় জোড়ায় জোড়ায় :**

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَمِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ خَلَقۡنَا زَوۡجَیۡنِ لَعَلَّکُمۡ تَذَکَّرُوۡنَ

অর্থ-আমি প্রতিটি বস্তু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

~সুরা যারিয়াত-৪৯

এই আয়াতটি সকল জিনিসের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে।এটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং ফল ছাড়া ও বিদ্যুৎ এর ন্যায় অন্যান্য জিনিসকেও বোঝায়। এটি বিদ্যুতের মতো একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও উল্লেখ করতে পারে যেখানে পরমাণুগুলি নেতিবাচক এবং ইতিবাচকভাবে চার্জযুক্ত ইলেকট্রন এবং প্রোটন নিয়ে গঠিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡ خَلَقَ الۡاَزۡوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنۡۢبِتُ الۡاَرۡضُ وَ مِنۡ اَنۡفُسِهِمۡ وَ مِمَّا لَا یَعۡلَمُوۡنَ

অর্থ-পবিত্র ও মহান সে সত্তা যিনি সকল জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যমীন যা উৎপন্ন করেছে তা থেকে, মানুষের নিজদের মধ্য থেকে এবং সে সব কিছু থেকেও যা তারা জানে না ।

সুরা ইয়াসিন -৩৬

এই আয়াতে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে যে, সবকিছু জোড়ায় তৈরি করা হয়, যার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা মানুষ এখনো জানে না এবং পরে আবিষ্কার হতে পারে।

▪ প্রাণী বিজ্ঞান :

<u>পাখির উড়ার পদ্ধতি সম্পর্ক কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,</u>

اَلَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ مُسَخَّرٰتٍ فِیۡ جَوِّ السَّمَآءِ ؕ مَا یُمۡسِکُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یُّؤۡمِنُوۡنَ ا َ

অর্থ- তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখে না। নিশ্চয় তাতে মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শনবলী রয়েছে ।

~সুরা নহল-৭৯

কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

اَوَ لَمۡ یَرَوۡا اِلَی الطَّیۡرِ فَوۡقَهُمۡ صٰٓفّٰتٍ وَّ یَقۡبِضۡنَ ؕ مَا یُمۡسِکُهُنَّ اِلَّا الرَّحۡمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِکُلِّ شَیۡءٍۭ بَصِیۡرٌ ﴿١٩

অর্থ-তারা কি তাদের উপর দিকে পাখীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে না যারা ডানা মেলে দেয় আবার গুটিয়ে নেয়? দয়াময় ছাড়া অন্য কেউই তাদেরকে (উপরে) ধরে রাখে না। তিনি সবকিছুর সম্যক দ্রষ্টা।

~সুরা মুলক-১৯

আরবি শব্দ **আমসাকা**-এর আক্ষরিক অর্থ হল, 'কাউকে হাত দেওয়া, জব্দ করা, ধরে রাখা, আটকে রাখা', যা এই ধারণা প্রকাশ করে যে আল্লাহ পাখিটিকে তাঁর ক্ষমতায় ধরে রেখেছেন। এই আয়াতগুলি ঐশ্বরিক আদেশের উপর পাখিদের আচরণের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নির্ভরতার উপর জোর দেয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি নির্দিষ্ট প্রজাতির পাখিদের চলাফেরার প্রোগ্রামিং সম্পর্কিত পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। এটি শুধুমাত্র পাখিদের জেনেটিক কোডে একটি পরিযায়ী প্রোগ্রামের অস্তিত্ব যা দীর্ঘ এবং জটিল ভ্রমণকে ব্যাখ্যা করতে পারে যা খুব অল্পবয়সী পাখিরা, কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই এবং কোন গাইড ছাড়াই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। তারা একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রস্থান পয়েন্টে ফিরে যেতেও সক্ষম।

প্রফেসর হ্যামবার্গার তার 'পাওয়ার অ্যান্ড ফ্র্যাজিলিটি' বইতে 'মটন-বার্ড'-এর উদাহরণ দিয়েছেন যা প্রশান্ত মহাসাগরে বসবাস করে এবং '8'-এর আকারে হয়, ১৫,০০০ মাইলেরও বেশি ভ্রমণ করে। এটি এই যাত্রাটি ৬ মাস মেয়াদে করে এবং সর্বোচ্চ এক সপ্তাহ বিলম্বের সাথে তার প্রস্থান পয়েন্টে ফিরে আসে। এই ধরনের ভ্রমণের

জন্য অত্যন্ত জটিল নির্দেশাবলী পাখির স্নায়ু কোষ থাকতে হবে। তাদের অবশ্যই প্রোগ্রাম করা হয়।আমাদের কি এই *প্রোগ্রামার'-এর বা যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন ওনার পরিচয় সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়?

- **মৌমাছি** -

ভ্রন ফ্রিশচ মৌমাছির আচরণ এবং যোগাযোগের উপর গবেষণার জন্য **১৯৭৩** সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। মৌমাছি, কোনো নতুন বাগান বা ফুল আবিষ্কার করার পর, ফিরে যায় এবং তার সহকর্মী মৌমাছিকে সেখানে যাওয়ার সঠিক দিক ও মানচিত্র বলে, যা 'মৌমাছির নাচ' নামে পরিচিত। কর্মী মৌমাছিদের মধ্যে তথ্য প্রেরণের উদ্দেশ্যে এই পোকার গতিবিধির অর্থ ফটোগ্রাফি এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে। কুরআনের আয়াতে উল্লেখ করেছে যে কীভাবে মৌমাছি দক্ষতার সাথে তার প্রভুর প্রশস্ত পথ খুঁজে পায়।আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَاَوۡحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحۡلِ اَنِ اتَّخِذِىۡ مِنَ الۡجِبَالِ بُيُوۡتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعۡرِشُوۡنَۙ.ثُمَّ كُلِىۡ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُكِىۡ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا‌ ؕ يَخۡرُجُ مِنۡۢ بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِيۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ‌ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰ لِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ

অর্থ-তোমার প্রতিপালক মৌমাছির প্রতি এলহাম করেছেন যে, পাহাড়ে, বৃক্ষে,গাছের উঁচু চালে বাসা তৈরি কর। অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমাদের প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর। এর পেট থেকে রং-বেরং এ পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

~সুরা নাহল-৬৮-৬৯

কর্মী মৌমাছি বা সৈনিক মৌমাছি হল একটি স্ত্রী মৌমাছি। সূরা আন-নাহলের **১৬** নং অধ্যায়ের ৬৮ এবং ৬৯ নং আয়াতে মৌমাছির জন্য ব্যবহৃত লিঙ্গ হল স্ত্রী লিঙ্গ (ফাসলুকি এবং কুলি), নির্দেশ করে যে মৌমাছিটি খাদ্য সংগ্রহের জন্য তার বাড়ি থেকে বের হয় সে একটি স্ত্রী মৌমাছি। অন্য কথায় সৈনিক বা কর্মী মৌমাছি হলো একটি স্ত্রী মৌমাছি।

শেক্সপিয়রের "হেনরি দ্য ফোর্থ"- নাটকের, কিছু সংলাপে মৌমাছি সম্পর্কে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, মৌমাছিরা সৈন্য এবং তাদের একজন রাজা রয়েছে। শেক্সপিয়রের সময়ে লোকেরা এটাই ভেবেছিল যে শ্রমিক মৌমাছিরা পুরুষ মৌমাছি এবং তারা বাড়ি যায় ও একটি রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। কিন্তু, এটা সত্য নয়। শ্রমিক মৌমাছিরা মহিলা এবং তারা রাজা মৌমাছিকে রিপোর্ট করে না বরং একটি রানী মৌমাছিকে রিপোর্ট করে। তবে এটি আবিষ্কার করতে আধুনিক গবেষণা বিগত ৩০০ বছর পর্যন্ত সময় নিয়েছে।

▪ মাকড়সা:-

মাকড়সার জালকে খুব দুর্বল এবং সূক্ষ্ম হিসাবে শারীরিক বর্ণনা দেওয়ার পাশাপাশি কুরআন মাকড়সার বাড়িতে সম্পর্কের দুর্বলতার উপরও জোর দেয়, যেখানে স্ত্রী মাকড়সা অনেক সময় তার সঙ্গী পুরুষ মাকড়সাকে হত্যা করে।এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚۖ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ-যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হল মাকড়সার মত। সে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই সবচেয়ে দুর্বল; যদি তারা জানতো

~সুরা আনকাবুত-৪১

এই রূপক দৃষ্টান্তটি ওইসব লোকদের জন্য, “যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এ জগতে ও পরজগতে নিজেদের জন্য অন্যদের নিকট নিরাপত্তা অনুসন্ধান করে থাকে।”

▪ পিপড়া:

وَ حُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ وَ الطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ.حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ.

অর্থ-সুলাইমানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল, জ্বিন, মানুষ পক্ষীকুলকে; অতঃপর তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো। যখন তারা পিপীলিকার উপত্যকায় আসল তখন একটি পিপীলিকা বলল- ‘ওহে পিঁপড়ার দল! তোমাদের বাসস্থানে ঢুকে পড়, যাতে সুলাইমান ও তার সৈন্যবাহিনী তাদের অগোচরে তোমাদেরকে পদপিষ্ট করে না ফেলে।

~সুরা নামল-১৭,১৮

অতীতে, কিছু লোক সম্ভবত কুরআনকে উপহাস করত, এটিকে রূপকথার বই বলে মনে করত যেখানে পিঁপড়ারা একে অপরের সাথে কথা বলে এবং পরিশীলিত বার্তা যোগাযোগ করে।

সাম্প্রতিক সময়ে, গবেষণা আমাদের পিঁপড়াদের জীবনধারা সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য দেখেছি, যা আগে মানবজাতির কাছে অজানা ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রাণী বা পোকামাকড় যাদের জীবনধারা মানুষের

জীবনধারার সাথে সবচেয়ে কাছাকাছি সাদৃশ্যপূর্ণ তারা হল পিঁপড়া। এটি পিঁপড়া সম্পর্কিত নিম্নলিখিত ফলাফলগুলি থেকে দেখা যেতে পারেঃ

- পিঁপড়ারা মানুষের মতোই তাদের মৃতকে কবর দেয়।
- তাদের শ্রম বিভাজনের একটি অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে, যেখানে তাদের ব্যবস্থাপক, সুপারভাইজার, ফোরম্যান, শ্রমিক ইত্যাদি রয়েছে।
- মাঝে মাঝে তারা নিজেদের মধ্যে 'কথাবার্তা' করার জন্য মিলিত হয়।
- তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের একটি উন্নত পদ্ধতি রয়েছে।
- তারা নিয়মিত বাজার ধরে রাখে যেখানে তারা পণ্য বিনিময় করে।
- তারা শীতকালে দীর্ঘ সময় ধরে শস্য সংরক্ষণ করে এবং যদি শস্য কুঁড়ি শুরু হয় তবে তারা শিকড় কেটে ফেলে, যেন তারা বুঝতে পারে যে যদি তারা এটি বৃদ্ধি করতে ছেড়ে দেয় তবে এটি পচে যাবে। যদি তাদের দ্বারা সঞ্চিত শস্যবৃষ্টির কারণে ভিজে যায়, তারা এই শস্যগুলি শুকানোর জন্য সূর্যের আলোতে নিয়ে যায়, এবং একবার এগুলি শুষ্ক হয়ে গেলে, তারা তাদের ভিতরে ফিরিয়ে নিয়ে যায় যেন তারা জানে যে আর্দ্রতা মূল সিস্টেমের বিকাশ ঘটাবে এবং তারপরে শস্যগুলি পচে যাবে।

▪ চিকিৎসা বিজ্ঞান :

মধু:-মধু মানুষের জন্য আরোগ্যকারী।মৌমাছি বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের রস শোষণ করে এবং তার শরীরের মধ্যে মধু তৈরি করে, যা সে তার মোমের কোষে সঞ্চয় করে। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে মানুষ জানতে পেরেছিল যে মৌমাছির পেট থেকে মধু আসে। এই সত্যটি কুরআনে ১৪০০ বছর আগে নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিলঃ

ثُمَّ كُلِىۡ مِنۡ كُلِّ الثَّمَرٰتِ فَاسۡلُكِىۡ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ؕ يَخۡرُجُ مِنۡۢ بُطُوۡنِهَا شَرَابٌ مُّخۡتَلِفٌ اَلۡوَانُهٗ فِيۡهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ

অর্থ-অতঃপর প্রত্যেক ফল থেকে আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের (শিখানো) সহজ পদ্ধতি অনুসরণ কর। এর পেট থেকে রং-বেরং এর পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য আছে আরোগ্য। চিন্তাশীল মানুষের জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে।

~সুরা নহল-৬৯

আমরা এখন সচেতন যে মধুর একটি নিরাময় বৈশিষ্ট্য এবং একটি হালকা অ্যান্টিসেপটিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। রাশিয়ানরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের ক্ষত ঢাকতে মধু ব্যবহার করত। ক্ষতটি আর্দ্রতা ধরে রাখবে এবং খুব সামান্য দাগ টিস্যু ছেড়ে যাবে। মধুর ঘনত্বের কারণে ক্ষতস্থানে কোনো ছত্রাক বা ব্যাকটেরিয়া জন্মে না।

সুতরাং মধু, এর উৎপত্তি ও গুণাগুণ সম্পর্কে কুরআনে যে জ্ঞান রয়েছে, তা নাযিল হওয়ার সময় থেকে অনেক এগিয়ে ছিল।

▪ সাধারণ বিজ্ঞান :

▪ **আঙ্গুলের ছাপ:** আঙুলের ছাপ (ফিঙ্গারপ্রিন্ট) হলো আঙুলের ডগার চিহ্নের সাহায্যে পাওয়া তথ্য, যা কোনো পদার্থে আঙুল দ্বারা স্পর্শ করলে সৃষ্টি হয়। মানবদেহের আঙুলের ছাপকে একজন ব্যক্তির পুরো ডাটা ব্যাংক বলা হয়। এর অর্থ হলো এক বা একাধিক বিষয়ে তথ্যের ভাণ্ডার। মানুষের ত্বকের 'ইকরিন গ্ল্যান্ডস' থেকে নিঃসৃত ঘাম হলো এর মূল রহস্য।এর বৈজ্ঞানিক নাম 'ডারমাটোগ্লিফিক্স'।

১৬ শতকের শেষ দিকে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আঙুলের ছাপ অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন।এরপর ১৬৮৬ সালে বিজ্ঞানী মার্সেলো মালপিঘি পৃষ্ঠের ওপর রেখে যাওয়া আঙুলের ছাপগুলোতে শিলা, সর্পিল ও লুপ শনাক্ত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে ১৭৮৮ সালে জার্মান অ্যানাটমিস্ট জোহান ক্রিস্টোফ আন্দ্রেয়াস মায়ার, যিনি প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে আবিষ্কার করেন যে 'আঙুলের ছাপ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য অনন্য।' এরপর ১৮৮০ সাল থেকে গবেষণা শুরু করে ১৮৯২ সালে দুজন বিজ্ঞানী স্যার হেমচন্দ্র বসু এবং আজিজুল হক আবিষ্কার করেন 'পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যাবে না যে যার আঙুলের ছাপ অন্য কোনো ব্যক্তির সঙ্গে হুবহু মিলে যাবে।'বর্তমানে অপরাধ তদন্তের জন্য এখন গোটা বিশ্বে বিজ্ঞানী স্যার হেমচন্দ্র বসু, আজিজুল হক এবং স্যার এডওয়ার্ড হেনরি দ্বারা বিকশিত হেনরি শ্রেণিবিন্যাসব্যবস্থা হলো একটি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক থেকে একাধিক অনুসন্ধানের জন্য শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সাজানো হয়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো আধুনিক বিজ্ঞান-পূর্ব যুগে অর্থাৎ এই আবিষ্কারের শত শত বছর আগে পবিত্র কোরআন এই আঙুলের ছাপ তথা ফিঙ্গারপ্রিন্ট থিওরির তথ্য নিশ্চিত করেছে।

অবিশ্বাসীরা একসময় পুনরুত্থানের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত আর নিজেরা হাসি-তামাশা করে বলত, ‘আমরা মরে গেলে আমাদের শরীরের সব কিছুই তো মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, তাহলে আল্লাহ আমাদের অস্থিমজ্জাগুলো আবার কিভাবে একত্র করবেন? এটা সম্ভব নয়।’

অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা ও হাসি-তামাশার জবাবে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন :

اَیَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَهٗ.اَیَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَلَّنۡ نَّجۡمَعَ عِظَامَهٗ ؕ﴿۳﴾

অর্থ-মানুষ কি মনে করে যে আমি কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারবো না?প্রকৃতপক্ষে, আমি তার অংগুলিগুলো পর্যন্ত সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম।

~সুরা-কিয়ামাহ-৩,৪

[সূত্র-কালের কণ্ঠ]

■ কুরআন নিয়ে চিন্তা ও ফিকির:

কুরআনের বৈজ্ঞানিক বর্ণনাগুলো শুধুমাত্র এর দৈবী উৎসের প্রমাণই নয়, বরং এটি বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সেতুবন্ধনের প্রতীক। কুরআন মানুষকে বিশ্বজগত ও সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে।

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۚۙ

অর্থ-

নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্র ও দিনের আবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য বহু নিদর্শন আছে।

~সুরা আল ইমরান ১৯০

কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾

অর্থ-আমি কোরআনকে বোঝার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি?

~সুরা ক্বমার-২২

এই আয়াত বিজ্ঞানের প্রতি কুরআনের উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ। কুরআন বিজ্ঞানের বিরোধী নয়, বরং এটি বিজ্ঞানকে সমর্থন করে এবং মানুষকে সত্যের সন্ধানে উৎসাহিত করে।

■ উপসংহার:

পবিত্র কুরআন এমন একটি গ্রন্থ, যা আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক সত্যের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কুরআনের এই মিলন আমাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে। কুরআনে রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান।কুরআন ও বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে এসে অনেক বিজ্ঞানী ইসলাম গ্রহণ করেছেন আলহামদুলিল্লাহ।কুরআনের জীবন ব্যবস্থাই সবচেয়ে উত্তম।স্বয়ং স্রষ্টার চেয়ে উত্তম পথ নির্দেশনা আর কে দিতে পারে?